দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

4

পরীক্ষা ও প্রত্যাশা

আজ এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন। আজকের বিষয় ইংরেজী। আজই নির্ধারিত হয়ে যাবে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ভাগ্য। এর পরে আছে আরও অনেক বিষয়। পাস-ফেলের জন্য তাদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে গৌণ।

ইংরেজীটাই শিক্ষার্থীদের আতংক। ইংরেজী-মাধ্যমে বা ইংরেজী প্রধান প্রতিষ্ঠানের অথবা ইংরেজী-চর্চার পরিবারের বিদ্যার্থীরা অবশ্য ব্যাতিক্রম। গরিষ্ঠ ছাত্রদের জন্য ইংরেজী রীতিমত যম। ইংরেজীর জন্য তারা তাদের পাঠ্যকালের সর্বাধিক সময় ব্যয় করে। অভিভাবকও অর্থ খরচ করেন ইংরেজীর সেবায় অকাতরে কিন্তু এর পরেও ইংরেজীকে বাগ মানাতে ব্যর্থ হয় বলে অনেকেরই ভরাডুবি ঘটে।

এ কারণেই পুরো বছর ভরে তো বটেই, ইংরেজী পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীর মর্মবেদনা চরমে পৌঁছে। অদৃষ্টের লীলা-খেলা তাকে কোথায় টেনে নেবে—এ ভাবনায় সে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। উদ্বেগ আর অশান্তি তার টুঁটি চেপে ধরে।

এমনিতেই আমাদের ব্যবস্থাপনার কৃপায় পরীক্ষাকে তুলনা করা চলে রোগ-যাতনার সঙ্গে। পরীক্ষার্থী মাত্রই সংকুচিত, ভীত। তার সহজ স্বাভাবিক উদ্যম নির্বাপিত। আবার এও মনে হতে পারে পরীক্ষার্থী বুঝি অপরাধী। পরিবেশের কড়াকড়ি ও অতি সতর্কতা তার মনকে সহজ থাকতে দেয় না। প্রশ্নপত্র সম্পর্কে তার মধ্যে নানা বাঁধে অজানা আশংকা। এ যেন এক ধরনের লটারি। জানা শোনার মধ্যে পড়লে ভালো—নইলে সবই গেলো। ....

এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। কচি কোমল মনগুলোর কী সর্বনাশই না আমরা করছি। শিক্ষার পুরো ব্যাপারটাই হওয়ার কথা আনন্দের আর প্রেরণার। স্বতঃস্ফূর্ততাই এখানে মূল শর্ত হওয়া কর্তব্য। কী শিক্ষাগ্রহণ, কী শিক্ষা প্রদান, কী শিক্ষার মান নিরূপণ, সর্বক্ষেত্রে থাকা দরকার সাচ্ছন্দ্য আর স্বাভাবিকতা। শিক্ষার্থী তথা পরীক্ষার্থীর খোলামেলা মন তাদের মস্তিষ্কের সঞ্চালনের জন্য বড়বেশি প্রয়োজন। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলা করে আমরা অনভিজ্ঞ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অকারণ ভীতির সঞ্চার করছি এবং পরীক্ষার সময়ে তাদের অপারেশনের রোগী অথবা ফাঁসির আসামী বানিয়ে ছাড়ছি। ফলে পরীক্ষার প্রতি সাধারণ ছাত্রমন এমন বৈরী।

পরীক্ষার আগে দুরু দুরু মন দোয়া মাগে—'আল্লা, আমি যেন সুস্থ থাকি এ সময়টায়। আমার নিকটাত্মীয় বা পরিবারের কার যেন বিপদ না ঘটে। আমি যেন ভালো থাকতে পারি আমার আমি ও গোটা পরিবেশ নিয়ে।' ভাগ্য যাদের করুণা করে, তাদের শেষ রক্ষা হয়, পরীক্ষা-পর্বটা সমাধা হয়ে যায়—নইলে বিপদ ঘটে। একটি পেপারও বাদ গেলে সর্বস্বান্ত হতে হয়, হয়তো পরের বছর আবার দেয়, হয়তো আর দিতে পারে না, জনারণ্যে হারিয়ে যায়। একটি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে না-পারার অথবা উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যর্থতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো পরিবারের বিপর্যয় ঘটায়। একারণেই পরীক্ষার সময়ে বা আগে পরে পরীক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট সকলকেই নিদারুণ দুর্ভাবনায় কাল কাটাতে হয়।

এতো অনিশ্চিত কি হওয়া উচিত আসলে? পরীক্ষা তো হতে পারতো মেধা-যাচাইয়ের আনন্দঘন মাধ্যম, এর মধ্যেই ঘটতে পারতো স্তরে স্তরে সফল উত্তরণ। এ উত্তরণ পরীক্ষার্থীদের মত একটি ক্ষীণ অংশের জন্য নয়—যে যেখানে আছে, সকলের জন্য সকলেই এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারত। তা না হয়ে এমন হল কেন? পরীক্ষা আশীর্বাদ না ছড়িয়ে নিরাশার জন্ম দেয় কেন—কেন পরীক্ষা নিয়ে এতো অনিশ্চয়তা? পরীক্ষা মেধা-বিকাশের প্রতিবন্ধক হলো কেন?

এ জিজ্ঞাসা আজকের নয়। অনেকদিন ধরে এ জাগছে মানুষের মনে, প্রতিকারও চাইছে সকলে প্রাণপণে। কিন্তু হতে গিয়েও হয় না—সুরাহা বা সমাধান যেন দিল্লী কা লাড্ডু, শুধু কল্পনাই করা যায়, ধরা যায় না। অথচ এমন নয় যে এ সম্পর্কে কারও ভিন্ন মত আছে। সবাই একযোগে চান—শিক্ষাদানের ও লাভের এবং শিক্ষার মান নির্ধারণের পথ মসৃণ হোক। পরীক্ষা অজ্ঞতা নির্ণয়ের কাঠি না হয়ে সুপ্ত প্রতিভা নির্ণয়ের মানদন্ড হোক। তবু দিনকে দিন পরীক্ষা তথা পাঠ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে—ছাত্র অভিভাবক ক্রমেই শিক্ষাকে বোঝা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন পান্ডিত্য অর্জন সকলের জন্য সম্ভব নয়। মানুষ মাত্রই অনন্ত সম্ভাবনার আধার। এ সম্ভাবনা বৈচিত্র্যময় অর্থাৎ সবারই প্রতিভা একখাতে প্রবাহিত নয়। মেধা বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই শিক্ষাসূচী ও শিক্ষালাভের পথও বৈচিত্র্যপূর্ণ তথা বহুমুখী হওয়া দরকার। এই দরকারী বিষয়ে উদাসীনতা প্রকট বলেই মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে নির্দিষ্ট কিছু লাইনে যাওয়া ছাড়া যেমন উপায় নেই, তেমনি সেই নির্ধারিত লাইনে না গেলে সমাজে 'শিক্ষিত' বলে কদর পাওয়ার জো নেই।

উচিত ছিল, শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করা। কে কতোটা ব্যর্থ ও অক্ষম, তার তিলক পরাতে ব্যস্ত না হয়ে কে কি বিষয়ে পারঙ্গম তা নির্ণয়ে ব্রতী হওয়া। তাহলে মাথা কুটে মরতো না টগবগে তারুণ্য, অপচয় ঘটতো না শক্তি উদ্যমের।

এসবই হতে পারতো, হয়নি এখনও। অথচ এসব কল্পনা নয়, পৃথিবীর অন্যত্র এরকমই হচ্ছে। সেসব অতি-উজ্জ্বল দেশে কৈশোর ও যৌবন আতংকে ও অনিশ্চয়তায় বৃথা যায় না, তার মেধাই প্রতিষ্ঠিত করে তাকে, এ মেধারও কোনও গৎ বাঁধা সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেয়া হয় না। একটি মানুষ সেইসব দেশে তার মন আর মেধা নিয়ে তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত নয় বলে যে অপাংক্তেয় হয়ে যায় না। এসবও জানা তথ্য, নতুন কিছু না। তবু কথা ওঠে, ওঠে প্রসঙ্গক্রমে। এ প্রসঙ্গটি মেধা অপচয়ের। এই অপচয়ের আয়োজন করছি আমরাই জেনে শুনে বুঝে আপন জ্ঞান দিয়ে।

গত সাতই মার্চের খবর বলছে এসএসসি পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হচ্ছে। দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডে প্রায় পৌনে চার লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। আটই মার্চের কাগজে এই পরীক্ষার্থীদের—অংশবিশেষের ছবি ছাপা হয়েছে। সেইসব ছবিতে নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে পরীক্ষা—সংগ্রামীরা। তার এই লেখার মান সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে চলেছে তার পুরো জীবনের মান—তার পরীক্ষার সফলতা তাকে জীবনের সফলতা দেবে, এমন কথা কোথাও নেই কিন্তু তার পরীক্ষার ব্যর্থতা তাকে ব্যর্থ করবে সর্বোতভাবে, এ বলা যায় জোর দিয়েই।

কিন্তু এই পরীক্ষায় যে পারছে না লিখতে তার কি বার্তা? যে স্কুলে পায়নি শিক্ষক, ঘরে পায়নি সাহায্যকারী, লাভ করেনি যে পড়ার অবকাশ, যার ওপর দায়িত্ব ছিল পাশাপাশি উপার্জনের, যার মনে বহু বেদনা ক্ষণ করে ফরম পূরণের টাকা পরিশোধের—তার জন্য কোথায় সফলতা? জীবনের নিষ্ঠুরতা তাকে কি দর্শন দান করবে? কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে.... ইত্যাদি ইত্যাদি: কষ্টে কেষ্ট, ত্যাগে মহত্ব—এসবই কি? প্রশ্ন জাগে, এই কষ্ট, এই মহত্বের ফল লুটবে কারা? এই পরীক্ষার মাধ্যমেই যারা শীর্ষে পৌঁছে দুধ-ভাত পাবে তারাই তো?

অবশ্যই। বৈষম্য সৃষ্টিতে পরীক্ষার (তথা শিক্ষাব্যবস্থার) জুড়ি নেই। দুঃখ এই, এর অবসান চাইছেন সকলেই, তবু এর অবসান হয় না, হচ্ছে না। কেন হওয়ার না, তা বোঝা যায় না।

এই অবস্থায়ও মনে প্রশ্ন জাগে, তিন লক্ষ ছিষট্টি হাজারেরও অধিক পরীক্ষার্থীদের কপালে হাসতে পারবে বিজয়ের হাসি? তাদের কতজনের জন্য সে হাসি আমরা বরাদ্দ করে রেখেছি? ফলাফল প্রকাশের দিনে পত্রিকায় পত্রিকায় শুধু উত্তীর্ণদের ক্রমিক নম্বর এবং প্রথম, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের সচিত্র খবর। যারা পাস করবে না, তাদের সংবাদ শতকরা হিসাব দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে।

তবু আশা করতে সাধ হয়। তবু কল্পনা করতে লোভ হয় আজকের তরুণ পরীক্ষার্থীদের বিপুল অংশ সফল হবে। আর যারা বিফলে যাবে, সে বিফলতাও সাময়িক বিরতিই হবে। নতুন করে তারাও আলোর সন্ধান লাভ করবে। আমাদের শুভ ইচ্ছা, শুভ বুদ্ধির উদ্রেক করবেই করবে—সেই শুভ-র স্পর্শে আমাদের শিক্ষার্থীদের পথ পরিক্রমা শুভ সুন্দর হয়ে উঠবে।

—হোসনে আরা শাহেদ